জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাবের (জিইবিসি) গঠনতন্ত্র

গঠনতন্ত্র

প্রারম্ভিক

প্রথম ভাগ

সংগঠন

১. ক্লাব

২. কর্মকাণ্ডের পরিধি

৩. পরিচালনার কেন্দ্র

৪. সদস্যপদ

৫. স্লোগান

দ্বিতীয় ভাগ
ক্লাব পরিচালনার মূলনীতি

৬. মূলনীতি সমূহ

৭. বায়োটেকনোলজির প্রচার ও প্রসার

৮. উদ্ভাবনী চেতনার বিকাশ ও সৃজনশীলতা

৯. বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবোধ

১০. সংস্কারমুক্তি ও উন্মুক্ত মনন

১১. আর্থসামাজিক দায়িত্বশীলতা

১২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তৃতীয় ভাগ
সদস্য

১৩. সদস্য

১৪. সাধারণ সদস্য

১৫. কার্যনির্বাহী সদস্য

১৬. অ্যালামনাই সদস্য

চতুর্থ ভাগ
পরিচালনা

১৭ মডারেটর

১৮ কো-মডারেটর

১৯ উপদেষ্টামণ্ডলী

২০ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

২১ সভাপতি

২২ সহ-সভাপতি

২৩ সাধারণ সম্পাদক

২৪ যুগ্মসম্পাদক

২৫ প্রচার সম্পাদক

২৬ প্রকাশনা সম্পাদক

২৭ অর্থসম্পাদক

২৮ নির্বাহী সদস্য

২৯ উপ-কমিটি সমূহ

৩০ গঠন ও কার্যাবলী

পঞ্চম ভাগ
নির্বাচন

৩১ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি প্রতিষ্ঠা

৩২ ভোটার তালিকা প্রকাশ

৩৩ ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

৩৪ নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্যতা

৩৫ নির্বাচন কমিশনার কে সহায়তা প্রদান

৩৬ প্রার্থী নির্বাচন

৩৭ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ও মেয়াদ

৩৮ নির্বাচনের সময়

৩৯ উপনির্বাচন

ষষ্ঠ ভাগ

তহবিল

৪০ তহবিল গঠন ও পরিচালনা

সপ্তম ভাগ

গঠনতন্ত্র সংশোধন ও রহিতকরণ

৪১ গঠনতন্ত্র পরিবর্তন,প্রতিস্থাপন,সংযোজন বা রহিতকরণ

অষ্টম ভাগ

বিবিধ

৪২ পদত্যাগ

৪৩ অপসারণ

৪৪ শপথ পাঠ

৪৫ ব্যাখা

৪৬ প্রবর্তন, উল্লখ, ও নির্ভর্যোগ্য পাঠ

প্রারম্ভিক

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা, ২০০২ সালে বিভাগের সূচনালগ্নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাব (জিইবিসি) প্রতিষ্ঠা করেছি;

আমরা অঙ্গীকার করছি যে, বায়োটেকনোলজির প্রসার, উদ্ভাবনী চেতনার বিকাশ, বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবোধ, সংস্কারমুক্তি ও উন্মুক্ত মনন, আর্থ-সামাজিক দায়িত্বশীলতাঃ এ সকল আদর্শ এই গঠনতন্ত্রের মূলনীতি হবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে, আমাদের ক্লাবের মূল লক্ষ্য হবে এমন একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা যা জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কর্তব্য পালনে, দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত হয়ে, সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে নিজ বিভাগকে প্রতিনিধিত্ব করবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেতুবন্ধনে, এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করতে, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির সকল বিভাগের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং দেশের ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ-বুদ্ধিজীবী মহলের সাথে সাবলীল যোগাযোগ স্থাপনে আমরা সংকল্পবদ্ধ;

অতএব, এই সকল প্রস্তাবনা সামনে রেখে আমরা সমবেতভাবে এই গঠনতন্ত্র গ্রহণ করলাম।

প্রথম ভাগ

সংগঠন

ক্লাব

১। এই সংগঠন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাব যার সংক্ষিপ্ত রূপ জিইবিসি (ইংরেজি প্রতিরূপ GEBC) নামে পরিচিত হবে।

কর্মকান্ডের পরিধি

২। এ ক্লাবের কর্মকান্ড জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, সমগ্র দেশ এবং প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিস্তৃত হতে পারে। (কর্মকান্ডের পরিধি)

পরিচালনার কেন্দ্র

৩। এ ক্লাবের কর্মকান্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ থেকে পরিচালিত হবে। (পরিচালনার কেন্দ্র)

সদস্যপদ

৪। এ ক্লাবের সদস্যপদ গঠনতন্ত্রের আইন দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। (সদস্যপদ)

স্লোগান

৫। স্লোগানঃ উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শক্রমে পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে স্লোগান গঠিত হবে।

দ্বিতীয় ভাগ

ক্লাব পরিচালনার মূলনীতি

মূলনীতিসমূহ

৬।(১) বায়োটেকনোলজির প্রসার, উদ্ভাবনী চেতনার বিকাশ, বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবোধ, সংস্কারমুক্তি ও উন্মুক্ত মনন, আর্থ-সামাজিক দায়িত্বশীলতা - এই নীতিসমূহ এবং এই নীতিসমূহ থেকে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি ক্লাব পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত হবে।

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ ক্লাব পরিচালনার মূলসূত্র হবে, এই গঠনতন্ত্র ও ক্লাবের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তা নির্দেশক হবে এবং তা জিইবিসির সকল সদস্যের কাজের ভিত্তি হবে।

বায়োটেকনোলজির প্রচার ও প্রসার

৭। বায়োটেকনোলজির প্রসার ও তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রচার এবং এর মাধ্যমে বায়োটেকনোলজি ও বায়োটেকনোলজিস্টদের স্বার্থ সংরক্ষণ এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হবে।

উদ্ভাবনী চেতনার বিকাশ ও সৃজনশীলতা

৮। নতুন উদ্ভাবন ও আইডিয়াকে উৎসাহিত করতে এ ক্লাব উদ্ভাবনীশক্তি ও সৃজনশীলতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবে।

বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবোধ

৯। যেকোন আবিষ্কার ও আইডিয়া গ্রহণ অথবা বর্জনের জন্য যুক্তিতর্কে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রয়োগ করার চর্চা করা এবং এর মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবোধ তৈরি ও লালন করা এই ক্লাব নিশ্চিত করবে।

সংস্কারমুক্তি ও উন্মুক্ত মনন

১০। বায়োটেকনোলজির পরিসীমাতেই আবদ্ধ না থেকে উন্মুক্ত মনে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে পরিচিতি লাভ এবং এর মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধিকরণ ও সংস্কারমুক্তি ক্লাবের সদস্যদের লক্ষ্য হবে;

আর্থ সামাজিক দায়িত্বশীলতা

১১। হিতকর উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈষম্যহ্রাস এবং নানামুখী কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও সর্বোপরি বিশ্বমানবতার কল্যাণের নিমিত্তে এ ক্লাব বদ্ধপরিকর হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১২। এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে-

(ক) স্কুল, কলেজ, নিজ এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োটেকনোলজির জনপ্রিয়করণ;

(খ) পাঠ্যপুস্তক বা কারিকুলাম ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি উদ্ভাবনমূলক এবং সৃজনশীল চিন্তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ;

(গ) বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে তুলনামূলক বিতর্কের আয়োজন এবং এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর বাগ্মীতার উন্নয়ন, নেতৃত্ব তৈরি, বিচারবোধ গড়ে তোলা এবং জনসাধারণের কাছে বায়োটেকনোলজির গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরা;

(ঘ) নিয়মিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কনফারেন্স, সেমিনার, পাঠচক্র আয়োজনের মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানবৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে দেশমাতৃকার উন্নয়নকল্পে বায়োটেকের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যথার্থ অবদান রাখতে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে গড়ে তোলা;

(ঙ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে ক্যারিয়ার বিষয়ক আলোচনা;

(চ) নিয়মিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোলাবোরেশন এবং সরকারি ও বেসরকারি ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরির ক্ষেত্রগুলোর যথোপযুক্ত অনুধাবন ও উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ছ) সায়েন্টিফিক এথিক্সের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিতিকরণ এবং মানবসমাজের জন্য হিতকর সায়েন্টিফিক পলিসি তৈরি করা ও তা গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করানো;

(জ) শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অ্যালামনাইদের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখা এবং দেশ ও বিদেশের সায়েন্টিফিক কমিউনিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সম্ভাব্য স্কলার এক্সচেঞ্জের সুযোগসমূহ নিয়ে আলোচনা করা;

(ঝ) বিভাগের একাডেমিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;

(ঞ) বায়োটেকনোলজির ওপর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা;

(ট) আপদকালীন সময়ে যেমন বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস ইত্যাদি দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে বা অন্য কোন সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বিপদগ্রস্থ মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা।

তৃতীয় ভাগ

সদস্য

সদস্য

১৩। ক্লাবে তিন স্তরের সদস্য থাকবে, যথা -

(ক) সাধারণ সদস্য

(খ) কার্যনির্বাহী সদস্য

(গ) অ্যালামনাই সদস্য

সাধারণ সদস্য

১৪। (১) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের সকল পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীঃ অনার্স, মাস্টার্স, এম ফিল, পি এইচ ডি এবং তদূর্ধ্ব এ ক্লাবের সাধারণ সদস্য হবেন।

(২) সাধারণ সদস্যদের সংবিধানে বর্ণিত সকল নিয়ম-কাণুন মেনে চলতে হবে।

(৩) বিভাগের বা ক্লাবের আয়োজিত যেকোন সেমিনার, কনফারেন্স, পাঠচক্র, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে সাধারণ সদস্যরা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজন অনুসারে ভলান্টিয়ার হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন।

(৪) নির্বাহী কমিটির অধীনে যেকোন উপকমিটিতে আহবায়কের অধীনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) সাধারণ সদস্যগণ ক্লাবের কর্মকান্ডকে সচল রাখার জন্য নিয়মিত চাঁদা প্রদান করবেন।

(৬) জিইবিসির নিজস্ব অনলাইন পোল অথবা ক্লাবের অনুমোদিত যেকোন ধরনের মূল্যায়নে জিইবিসির ও জিইবিসির নির্বাহী কমিটির গঠনমূলক সমালোচনা করে মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন।

(৭) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজ সমস্যা ও ব্যাচের সুবিধা-অসুবিধার কথা এবং জিইবিসির কাছে তাদের প্রত্যাশাগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যাচের নির্বাহী কমিটির সদস্য অথবা ঐ ব্যাচ থেকে নির্বাহী কমিটিতে কেউ না থাকলে যেকোন নির্বাহী কমিটির সদস্যের কাছে ব্যক্ত করবেন।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্বের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত সাধারণ সদস্যদের সদস্যপদ বহাল থাকবে।

কার্যনির্বাহী সদস্য

১৫। (১) অনার্স ও মাস্টার্সের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

(২) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা ক্লাবের সকল ধরনের কার্যক্রমের প্রশাসনিক দায়িত্বের সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকবে।

(৩) কার্যনির্বাহী সদস্যরা অবশিষ্ট সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করবেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটির অধীনে যেকোন উপকমিটিতে আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্বাহী সদস্য বা অবশিষ্ট কোন সাধারণ সদস্যের মধ্য থেকে উপকমিটির বাকি সদস্যদের নিযুক্ত করবেন।

(৫) কার্যনির্বাহী সদস্য শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবেন এবং সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তা পৌঁছে দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সাবলীল করবেন।

(৬) সাধারণ সদস্যদের নিয়ে ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রমের নিয়মিত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন।

(৭) কার্যনির্বাহী সদস্যরা অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং পরামর্শ ও অনুদান গ্রহণ করবেন।

(৮) কার্যনির্বাহী সদস্যের বাকি দায়িত্ব সাধারণ সদস্যের অনুরূপ।

(৯) সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষে বা কর্মে অদক্ষতা ও নিস্পৃহতার দায়ে কার্যনির্বাহী সদস্যেদের অনাস্থা ও মডারেটরের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগের কারণে কোন কার্যনির্বাহী সদস্যের কার্যনির্বাহী সদস্যপদ বাতিল হতে পারে।

অ্যালামনাই সদস্য

১৬। (১) চলমান নির্বাহী পরিষদের নির্বাহী সদস্যদের ক্ষেত্রে দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হবার পর উক্ত নির্বাহী সদস্য এবং সাধারণ সদস্যদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্বের মেয়াদ শেষ হবার পর উক্ত সাধারণ সদস্য অ্যালামনাই সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(২) জিইবিসির কাজে দক্ষতা ও সাবলীলতা বৃদ্ধি করতে অ্যালামনাই সদস্যরা নির্বাহী সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন তাঁদের মুল্যবান মতামত ও সুপরামর্শ দিবেন।

(৩) জিইবিসি ক্লাবের সাথে তাঁদের গবেষণা ও কর্মক্ষেত্রের আঞ্জিক ও পরিসর ক্লাবের সেমিনার, কনফারেন্স এবং ক্লাবের অনুমোদিত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরবেন।

(৪) আগ্রহী অ্যালামনাই সদস্যরা ক্লাবের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষাস্বরুপ অনুদান প্রদান করবেন;

(৫) সাধারণ সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হবার পর একজন অ্যালামনাই সদস্য আজীবন ক্লাবের অ্যালামনাই সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবেন।

চতুর্থ ভাগ
পরিচালনা

প্রথম পরিচ্ছেদ
মডারেটর, কো-মডারেটর ও উপদেষ্টামন্ডলী

মডারেটর

১৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে জিইবিসি ক্লাবের মডারেটর হবেন। তিনি ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং ক্লাবের সকল কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রক।

কো-মডারেটর

১৮। মডারেটর উপদেষ্টামন্ডলীর সহায়তায় ও পরামর্শক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের একজন শিক্ষককে জিইবিসি ক্লাবের কো-মডারেটর হিসেবে নিযুক্ত করবেন। কো-মডারেটর মডারেটর ও উপদেষ্টামন্ডলীর কাছে জিইবিসির বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তসমূহ তুলে ধরবেন।

উপদেষ্টামন্ডলী

১৯। বিভাগের সকল শিক্ষক এ ক্লাবের উপদেষ্টা। তাঁরা মডারেটরকে ক্লাব সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবেন এবং কো-মডারেটরকে প্রয়োজনে বিভিন্ন পরামর্শ দেবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কার্যনির্বাহী কমিটি

কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

২০। সকল কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে ও প্রত্যেক কার্যনির্বাহী সদস্যের ছাত্রত্বের মেয়াদ দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে কমপক্ষে ৮ মাস হতে হবে।

সভাপতি

২১। সভাপতি ক্লাবের প্রধান এবং তিনি ক্লাবের সকল কর্মকান্ডে নেতৃত্ব প্রদান করবেন ও উপদেষ্টামন্ডলীর নিকট কার্যনির্বাহী কমিটির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন। এ সংকল্পে তিনি-

(ক) ক্লাব নির্বাহী কমিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন;
(খ) ক্লাবের সব সভায় সভাপতিত্ব করবেন;
(গ) কমিটির মেয়াদকালে কার্যনির্বাহী কমিটির এজেন্ডা নির্ধারণ করবেন;
(ঘ) সরকারি ছুটি, অধিকাংশ বর্ষের টার্ম/ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা বা অনিবার্য কারণ ছাড়া মাসে কমপক্ষে ১ দিন ইসি মিটিং এবং কমপক্ষে ১ দিন সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং ক্লাবের কো-মডারেটরের কাছে মিটিং এর অগ্রগতি জানাবেন;
(ঙ) অতীব জরুরি কোন বিষয়ে আলোচনা করতে হলে ২১।(ঘ) এ বর্ণিত পরিস্থিতির বাইরেও সভাপতি ইসি মিটিং ডাকতে পারেন তবে সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই ক্লাবের কো-মডারেটরকে অবহিত করবেন;
(চ) কার্যনির্বাহী বোর্ডের সাত-একাদশাংশের অনুমোদনক্রমে উপকমিটি গঠন করবেন ও এর আহবায়ক নিয়োগ করবেন;
(ছ) প্রত্যেক ব্যাচে তহবিল সংগ্রহের জন্য ওই ব্যাচের নির্বাহী কমিটির একজন অথবা ঐ ব্যাচ থেকে নির্বাহী কমিটির কেউ না থাকলে ওই ব্যাচের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজন নিযুক্ত করবেন এবং মাসিক রিপোর্ট তৈরির জন্য অর্থ সম্পাদকের কাজে সমন্বয় ও সহায়তা করবেন;
(জ) সহ সভাপতির সাথে যৌথভাবে মডারেটর বা কো-মডারেটরের কাছে ক্লাবের অগ্রগতি তুলে ধরবেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা সম্পাদনের জন্য সাধারণ সম্পাদককে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিবেন;
(ঝ) সহ সভাপতি ও প্রচার সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সাথে সংযোগে, আউটরিচ এবং মিডিয়ার নিকট ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

২২। সহ-সভাপতি ক্লাবের সার্বিক অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন এবং বিভাগের বাইরে ক্লাবের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন। এ সংকল্পে তিনি- সহ-সভাপতি

(ক) তাঁর দায়িত্ব পালনকালে সভাপতিকে সহায়তা করবেন;
(খ) সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন যখন সভাপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম;
(গ) কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিটি অধিবেশনে সভাপতির সাথে কাজ করবেন যাতে কার্যনির্বাহী কমিটি দৃঢ় ক্লাব কর্মকান্ড পালনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে;
(ঘ) ক্লাবের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য অনলাইন পোল এবং অন্যান্য মাধ্যমের মূল্যায়ন আয়োজনের জন্য প্রচার সম্পাদককে দিকনির্দেশনা দিবেন এবং তদারক করবেন;
(ঙ) সভাপতি ও প্রচার সম্পাদকের সহায়তায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সাথে সংযোগ, আউটরিচ এবং মিডিয়ার নিকট ক্লাবের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন।

২৩। সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির এজেন্ডাগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং সকল কমিটির সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যের মধ্যে সমন্বয় করবেন। এ সংকল্পে তিনি- সাধারণ সম্পাদক

(ক) ক্লাবের যেকোনো ইসি মিটিং এবং সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং তা পরিচালনা করবেন।
(খ) প্রত্যেকটি কার্যনির্বাহী সভায় যেসব সিদ্ধান্ত ও এজেন্ডাগুলো হবে তা ক্লাবের লগবুকে লিপিবদ্ধ করবেন ও ডিজিটালি জমা করবেন এবং প্রয়োজনে তা সভাপতির সাথে যৌথভাবে ক্লাবের কো-মডারেটরের নিকট পেশ করবেন;
(গ) সভাপতি, সহসভাপতি ও নির্বাহী বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে বোর্ডের বৈঠক এবং সদস্যবৃন্দের জন্য এজেন্ডা তৈরি করবেন;
(ঘ) নির্বাহী কমিটির এজেন্ডাগুলোকে বাস্তবায়ন করবার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের সম্পাদকদের সাথে একত্রে কাজ করবেন, প্রয়োজনীয় কৌশলগত, লোকবলগত ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করবেন এবং কাজের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সভাপতি ও সহসভাপতিকে অবহিত করবেন;
(ঙ) প্রশাসনিক বিষয়ে সভাপতি ও সহসভাপতিকে সহায়তা করবেন;
(চ) বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাচগুলোর সমন্বয় করতে যুগ্ম সম্পাদককে সহায়তা ও দিকনির্দেশনা দিবেন।

২৪। যুগ্ম সম্পাদক বিভাগের অভ্যন্তুরীণ ক্লাবের সকল কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয় করবেন এবং নির্বাহী কমিটি ও অবশিষ্ট সাধারণ সদস্যের মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ তৈরি করবেন। এ সংকল্পে তিনি- যুগ্ম সম্পাদক

(ক) সকল কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন;
(খ) সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন যখন সাধারণ সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম;
(গ) ক্লাবের অভ্যন্তরীন জনসংযোগ করবেন এবং নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে প্রচার সম্পাদকের সহায়তা নিবেন;
(ঘ) ক্লাবের নির্বাহী সদস্যদের কাছে ক্লাবের এজেন্ডাগুলোর সাথে তাঁদের দায়িত্বগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন এবং তাঁদের নিয়মিত দায়িত্বশীল রাখা ও তদারক করার কাজে দায়িত্বশীল থাকবেন;
(ঙ) ক্লাবের সাধারণ সদস্যদের সুবিধা-অসুবিধার, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নির্বাহী পরিষদের সামনে তুলে ধরবেন;
(চ) অ্যালামনাই সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করবেন এবং ক্লাবের সার্বিক উন্নতির জন্য তাঁদের উপদেশ ও দিকনির্দেশনা নির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবেন;
(ছ) ক্লাবের চাঁদা আদায়ের জন্য অর্থ সম্পাদককে নিয়মিত সহায়তা করা ও এ সংক্রান্ত হিসাব রক্ষার সুবিধার্থে অর্থ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

প্রচার সম্পাদক

২৫। প্রচার সম্পাদক ক্লাবের সকল কর্মকান্ড বিভাগের অভ্যন্তরে প্রচার ও বিভাগের বাইরে প্রসার নিশ্চিত করবেন এবং এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করবেন। এ সংকল্পে তিনি-

(ক) বিভাগের কোন সেমিনার, কনফারেন্স, অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা বা আউটরিচের প্রচার করার জন্য ক্লাবের শিক্ষকদের ও সাধারণ সদস্যের সাথে জনসংযোগ করবেন;
(খ) এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিভাগের বাইরে দেশের ভেতরে অথবা আন্তর্জাতিকভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারণা চালাবেন ও প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদকের সাহায্য নেবেন;
(গ) পত্র-পত্রিকা, টিভি বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাথে ক্লাবের যোগাযোগ সাবলীল করা এবং তাঁদের কাছে ক্লাবের উদ্দেশ্য-কর্মকান্ড-পরিকল্পনা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা এবং সভাপতি ও সহ সভাপতির সাথে এসব মিডিয়ায় বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করবেন;
(ঘ) ক্লাবের কর্মকান্ড বা অগ্রগতি নিয়ে মূল্যায়নের জন্য সহসভাপতির নির্দেশে অনলাইনে বা অন্য মাধ্যমে বিভিন্ন পোলের আয়োজন করবেন;
(ঙ) কোন আর্টিকেল অনলাইনে প্রকাশার্থে প্রকাশনা সম্পাদককে সহায়তা করবেন;
(চ) বায়োটেকনোলজির প্রসারের জন্য বিভিন্ন ভিডিও এবং অ্যানিমেশন প্রকাশে প্রকাশনা সম্পাদকের সাথে কাজ করবেন;
(ছ) ক্লাবের বিভিন্ন কর্মকান্ডের আপডেট সভাপতি ও কো-মডারেটরের অনুমতি সাপেক্ষে অনলাইন বা অন্যান্য মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করবেন;
(জ) সভাপতির দ্বারা অর্পিত কর্তব্য পালন করতে পারবেন, সেইসাথে এই ধরনের কর্তব্য যা একজন প্রচার সম্পাদক দ্বারা নিয়মিত সঞ্চালিত হয়।

প্রকাশনা সম্পাদক

২৬। প্রকাশনা সম্পাদক ক্লাবের যেকোন সাময়িকী, জার্নাল ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য লেখা সংগ্রহ করবেন এবং তা নিয়মিত প্রকাশ ও বন্টনের ব্যবস্থা করবেন। এ সংকল্পে তিনি-

(ক) কোন উপলক্ষে বা ক্লাবের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পত্রিকা, ক্রোড়পত্র বা প্রকাশনা বের হলে তার জন্য লেখা সংগ্রহ করবেন;
(খ) এ সকল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য অর্থ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে কাজ করবেন;
(গ) ক্লাবের পক্ষ থেকে বায়োটেকনোলজি ও সার্বিকভাবে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ক্লাবের সকল শিক্ষার্থীকে লেখা জমা দেয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন এবং সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে কো-মডারেটরের অনুমতি সাপেক্ষে অনলাইন মাধ্যমে বায়োটেকনলজি বা বিজ্ঞানভিত্তিক এসকল আর্টিকেল প্রচার সম্পাদকের সহায়তায় প্রকাশ করবেন;
(ঘ) বিভাগের শিক্ষকদের কাছ থেকে ধারা ৩ এ বর্ণিত লক্ষ্যে লেখা আহবান করবেন এবং মডারেটরের অনুমতি সাপেক্ষে অনলাইনে এসব লেখা প্রচার সম্পাদকের সহায়তায় প্রকাশ করবেন;
(ঙ) বায়োটেকনোলজির প্রসারের জন্য বিভিন্ন ভিডিও এবং অ্যানিমেশন প্রকাশে প্রচার সম্পাদকের সাথে কাজ করবেন;
(চ) সভাপতির দ্বারা অর্পিত কর্তব্য পালন করতে পারবেন, সেইসাথে এই ধরনের কর্তব্য যা একজন প্রকাশনা সম্পাদক দ্বারা নিয়মিত সঞ্চালিত হয়।

অর্থ সম্পাদক

২৭। অর্থ সম্পাদক ক্লাবের জন্য তহবিল সংগ্রহ, খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং ক্লাবের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। এ সংকল্পে তিনি-

(ক) প্রত্যেক ব্যাচে সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহে সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন এবং কোন কোন শিক্ষার্থী চাঁদা দিয়েছেন ও কারা কারা দেননি এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাচের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে প্রত্যেক মাসে ডিজিটালি লিপিবদ্ধ করবেন ও নির্বাহী পরিষদে সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরবেন;

(খ) প্রত্যেক মাসে তহবিল থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে একটি লিখিত রিপোর্ট তৈরি করবেন যা নির্বাহী পরিষদের সামনে পাঠ করার পর সভাপতি মারফত মডারেটরের কাছে জমা দেয়া হবে;

(গ) কোন অনুষ্ঠান, সেমিনার, কনফারেন্স, আউটরিচ সম্পাদনের জন্য কত খরচ হতে পারে তার জন্য একটি খসড়া বাজেট তৈরি করবেন এবং তা নির্বাহী কমিটির কাছে পেশ করবেন, নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের পর সভাপতির সাথে যৌথভাবে মডারেটরের নিকট পেশ করবেন;

(ঘ) ২৭।(গ) এ বর্ণিত খাতে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে ক্লাবের অন্যান্য দপ্তরের সম্পাদকেরা কত তহবিল পান/পাবেন ও কত খরচ করেন/করতে পারবেন তার সার্বিক সমন্বয় সাধন করবেন;

(ঙ) সভাপতির দ্বারা অর্পিত কর্তব্য পালন করতে পারেন, সেইসাথে এই ধরনের কর্তব্য যা একজন অর্থ সম্পাদক দ্বারা নিয়মিত সঞ্চালিত হয়।

নির্বাহী সদস্য

২৮।নির্বাহী সদস্য যেকোন এজেন্ডা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কার্যকরী কমিটিকে সাহায্য করবেন এবং অবশিষ্ট সাধারণ সদস্যদের কাছে ক্লাবের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি-

(ক) ক্লাবের যেকোন কার্যনির্বাহী মিটিংয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবেন;

(খ) কোন দপ্তরের সম্পাদক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে নির্বাহী সদস্য সভাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সেই পদে ভারপ্রাপ্তের ভূমিকা পালন করতে পারবেন;

(গ) ক্লাবের যেকোন কাজে নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন দপ্তরের সম্পাদকদের সহায়তা করবেন;

(ঘ) নির্বাহী সদস্য নিজ নিজ ব্যাচের কাছে ক্লাবের বিভিন্ন দিক ও কর্মকান্ড তুলে ধরবেন;

(ঙ) ক্লাবের যেকোন মিটিংয়ে তিনি নিজ নিজ ব্যাচের সুবিধা-অসুবিধাগুলো তুলে ধরবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
উপ-কমিটিসমূহ

উপ-কমিটিসমূহ

২৯। (১) কার্যনির্বাহী কমিটি কাজের প্রয়োজন, পরিধি ও ধরনানুসারে বিভিন্ন ধরনের উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন। উপকমিটি গঠিত হবে কি না তা কার্যনির্বাহী কমিটির সাত-একাদশাংশ সদস্যের সম্মতিতে নির্ধারিত হবে।

(২) ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সভাপতির তত্ত্বাবধানে এসকল উপকমিটির তথ্য ক্লাবের লগবুকে লিপিবদ্ধ করবেন।

৩০। উপ-কমিটিসমূহের নাম,গঠন,কার্যাবলী ও মেয়াদ নির্ধারণ করবে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। এসব কমিটির আহবায়ক এবং সদস্যরা কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তে সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

পঞ্চম ভাগ

নির্বাচন

নির্বাচন পরিচালনা কমিটি প্রতিষ্ঠা

৩১। (১) সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মতিক্রমে সদ্যবিদায়ী নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর পছন্দ অনুসারে সভাপতিকে অবগত করে আরও দুইজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন। তিনজনের এই নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতি হিসেবে কাজ সম্পাদন করবেন।

(২) নতুন নির্বাহী পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে সভাপতি নির্বাহী পরিষদের সম্মতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সহায়তায় একটি নতুন পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন এবং সভাপতি কো-মডারেটর মারফত মডারেটরকে অবহিত করবেন। এই কমিশন সাধারণ নির্বাচন ও অন্যান্য উপনির্বাচন আয়োজন করবেন।

(৩) প্রত্যেক নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদ ১ বছর তথা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব পাওয়ার আগ পর্যন্ত এবং

(ক) প্রত্যেক কমিশনারের ছাত্রত্বের মেয়াদ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কমপক্ষে ৮ মাস হতে হবে;

(খ) যেকোন নির্বাচন কমিশনার নির্বাহী পরিষদের কোন দপ্তরের দায়িত্বে বা নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন না তবে প্রয়োজনে বিভিন্ন উপকমিটির আহবায়ক এবং অন্যান্য পদে থাকতে পারবেন;

(গ) কোন নির্বাচন কমিশনার তাঁর অধীনে আয়োজিত কোন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না তবে তিনি সেই নির্বাচনে একটিমাত্র ব্যালটে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

(৪) নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন থাকবেন।

(৫) কোন নির্বাচন কমিশনার ক্লাব মডারেটরকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

ভোটার তালিকা প্রস্তুত

৩২। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের আইন অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রত্যেক ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাধারণ বা উপনির্বাচনের ঠিক এক সপ্তাহ আগে প্রত্যেক ব্যাচের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কেবল একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হবে। ব্যাচভিত্তিক তালিকাগুলিতে অন্তর্ভূক্ত এইসব সাধারণ সদস্যরাই কেবল সাধারণ বা উপনির্বাচনগুলোতে ভোটার হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। (প্রতিটি ব্যাচের জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা)

ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

৩৩। প্রত্যেক সাধারণ সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভোটটি নির্বাচনের ফল গণনা শুরু করবার আগেই নিয়ে নেয়া হবে ও তাঁকে আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি পদে ভোট দিতে হবে এবং ফল গণনার পর যেকোন নির্বাহী পদে সমসংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত অচলাবস্থা দূর করার জন্য কাস্টিং ভোট হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

নির্বাচনে প্রার্থী হবার যোগ্যতা

৩৪। (১) ক্লাবের সভাপতি ও সহসভাপতি পদে প্রার্থীতার জন্য ন্যূনতম অনার্স চতুর্থ বর্ষ অথবা মাস্টার্সের শিক্ষার্থী হতে হবে।

(২) সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, প্রকাশনা সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক পদগুলোতে প্রার্থীতার জন্য অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ থেকে শুরু করে মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৩) নির্বাহী সদস্যপদে প্রার্থীতার জন্য অনার্স প্রথম বর্ষ থেকে শুরু করে মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৪) ক্লাবের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আদর্শে বিশ্বাসী এমন যেকোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, জঙ্গি কর্মকান্ডে লিপ্ত বা রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডে লিপ্ত কোন ব্যক্তি প্রার্থীতার জন্য অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন

নির্বাচন কমিশনার কে সহায়তা দান

৩৫। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা নির্বাহী কমিটির কর্তব্য হবে।

প্রার্থী নির্বাচন

৩৬। (১) সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট পদে নির্বাচিত ঘোষণা করবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, এক্ষেত্রে-

(ক) যদি সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, প্রকাশনা সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক পদে দুইজন প্রার্থী একই সংখ্যক ভোট পান তাহলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ব্যালটটি বিবেচনা করা হবে এবং উক্ত পদ বা পদগুলোতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে সমসংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত জটিলতা দূর করা হবে;

(খ) নির্বাহী সদস্যপদে ৪ জনকে নির্বাচিত করতে গিয়ে যদি সমসংখ্যাগরিষ্ঠতা একাধিক প্রার্থী যোগ্য থাকে তবে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাস্টিং ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে চার সদস্যের বডি নির্বাচন করা হবে;

(গ) এতেও যদি চারজনের পূর্নাংগ কমিটি গঠিত না হয় অথবা চারজনের অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হন তবে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিয়ে চারজন পূর্ণ করা হবে;

(ঘ) এতেও যদি চারজনের পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠিত না হয় অথবা চারজনের অধিক যোগ্য বিবেচিত হন তবে একই বর্ষের যতজন ওই সংখ্যক ভোট পেয়েছেন তাঁদের সবাইকে অন্য কোন ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার না দিয়ে যৌথভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে, এতে নির্বাহী সদস্য পদে চারের অধিক প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেন;

(ঙ) একই সংখ্যক ভোট পেয়েও অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ প্রার্থী নির্বাহী সদস্যপদে নির্বাচিত হতে না পারলে ওই প্রার্থীকে উপকমিটিতে স্থান দেয়ার ক্ষেত্রে বা ভলান্টিয়ার কাজে যুক্ত হতে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

(২) নির্বাচিত প্রার্থীদের পূর্নাঙ্গ তালিকা উপদেষ্টামন্ডলীর সামনে পেশ করা হবে এবং ক্লাব মডারেটর ও কো-মডারেটর তাতে স্বাক্ষর করবেন।

কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন এবং মেয়াদ

৩৭। নির্বাচিত প্রার্থীগণ যথাসময়ে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবেন এবং এ কমিটির মেয়াদ একবছর হবে এবং পূর্বতন দায়িত্বশীলগণের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরদিন থেকে এই মেয়াদ কার্যকর হবে।

নির্বাচনের সময়

৩৮। (১)সাধারণ নির্বাচন জুন, জুলাই বা অগাস্ট এই তিন মাসের যেকোন এক মাসে অনুষ্ঠিত হবে, তবে পূর্ববর্তী পরিষদের এক বছর পূর্ণ হবার পরও সরকারি ছুটি, রাজনৈতিক অচলাবস্থা বা অধিকাংশ বর্ষের টার্ম/বাৎসরিক পরীক্ষা বা অন্য কোন অনিবার্য কারণবশত যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে পূর্ববর্তী দায়িত্বশীলগণকে দায়িত্বে বহাল রাখা হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব কো-মডারেটরের সাহায্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আয়োজন করবে।

(২)উপনির্বাচন ক্লাব মডারেটরের অনুমতিক্রমে এবং একাডেমিক কার্যদিবসের যেকোন সময় হতে পারে।

৩৯।(১) পদত্যাগ,অপসারণ বা অন্য কোন কারণে এক বা একাধিক পদ শূন্য হলে উক্ত পদে বা পদসমূহে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উপনির্বাচন

(২) উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কোন পদ শূণ্য হওয়ার সাথে সাথে নির্বাচন কমিশন কো-মডারেটর এবং মডারেটরকে অবহিত করবেন এবং মডারেটরের অনুমতি নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সাধারণ নির্বাচনের জন্য বর্ণিত আইন মেনে উপনির্বাচনের আয়োজন করবেন।

(৩) উপনির্বাচনে ঐ চলমান কার্যনির্বাহী কমিটির কোন নির্বাহী সদস্য অংশগ্রহণ করতে পারেবেন না।

(৪) নির্বাচিত দায়িত্বশীলের মেয়াদ হবে চলমান কমিটিতে নির্বাচিত পদে অভিষিক্ত নির্বাহী সদস্যদের অবশিষ্ট যৌথ মেয়াদ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ ভাগ
তহবিল

তহবিল গঠন ও পরিচালনা

৪০। জিইবিসির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তহবিল গঠন করা হবে । তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) তহবিল গঠিত হবে সদস্যদের দেয়া মাসিক চাঁদা, ডিপার্টমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা, অ্যালামনাই, শুভানুধ্যায়ী ও দাতাদের দেয়া অনুদান এবং স্পনসরশীপ থেকে;

(খ) প্রতি মাসে বিভাগের বর্তমান সকল শিক্ষার্থী মাসিক ৩০ টাকা মাত্র চাঁদা প্রদানে বাধিত থাকবেন;

(গ) পরপর চার মাস মাসিক চাঁদা না দিলে সেই শিক্ষার্থীকে ক্লাবের অনিয়মিত সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মতিক্রমে সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্তরাই কেবল তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে এবং তার সমন্বয় করবেন অর্থ সম্পাদক;

(ঙ) ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক একাউন্ট থাকবে এবং উক্ত একাউন্টের স্বাক্ষরকারী হবেন ক্লাবের কো-মডারেটর, সভাপতি ও অর্থ সম্পাদক। এক্ষেত্রে একাউন্টের যেকোন লেনদেনের ক্ষেত্রে কো-মডারেটরের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক থাকবে। তবে সভাপতিওথবা অর্থ সম্পাদকের যেকোন একজন তাতে স্বাক্ষর করবেন ;

(চ) প্রতিমাসের আয়-ব্যয়ের নির্দিষ্ট প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে এবং ক্লাবের মডারেটর বা কো-মডারেটর এর অনুমতি নিয়ে জিইবিসির অনলাইন প্লাটফর্মে প্রকাশ করতে হবে।

সপ্তম ভাগ

গঠনতন্ত্র সংশোধন ও রহিতকরণ

গঠনতন্ত্র পরিবর্তন,প্রতিস্থাপন, সংযোজন বা রহিতকরণ

৪১। (১)এই গঠনতন্ত্রের কোন বিধান পরিবর্তন,প্রতিস্থাপন, সংযোজন বা রহিত করার জন্য কো-মডারেটরের অনুমতিক্রমে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আয়োজন করবেন। সকল কার্যনির্বাহী সদস্যদের উপস্থিতিতে মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে আট একাদশাংশের সম্মতিক্রমে পরিবর্তিত, প্রতিস্থাপিত, সংযোজিত বা রহিত আইন তৈরি করা হবে এবং প্রমাণস্বরূপ সম্মত ও অসম্মত নির্বাহী সদস্যদের স্বাক্ষরযুক্ত উক্ত আইনের প্রতিলিপি মডারেটরের নিকট পেশ করা হবে। মডারেটর উপদেষ্টামন্ডলীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরিবর্তিত, প্রতিস্থাপিত, সংযোজিত বা রহিত সেই আইনটি অনুমোদন করবেন।

(২) নতুন আইন সমেত সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্র পুনরায় ছাপানো হবে এবং তা মডারেটরের স্বাক্ষরসমেত গৃহীত হয়ে সংশোধিত নতুন সংবিধান হিসেবে গৃহীত হবে।

অষ্টম ভাগ
বিবিধ

পদত্যাগ

৪২। (১) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য ব্যক্তিগত বা অন্য কোন কারণে পদত্যাগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে-

(ক) তিনি মডারেটরকে উদ্দেশ্য করে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র লিখবেন এবং মডারেটরের গোচর হওয়ার পর থেকেই উক্ত পদটি শূন্য হবে;

(খ) পদত্যাগপত্র সভাপতির কাছে জমা দিতে হবে।

(২) কোন নির্বাচন কমিশনার ব্যক্তিগত বা অন্য কোন কারণে পদত্যাগ করতে বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য পদত্যাগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে-

(ক) তিনি মডারেটরকে উদ্দেশ্য করে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র লিখবেন এবং মডারেটরের গোচর হওয়ার পর থেকেই উক্ত পদটি শূন্য হবে;

(খ)পদত্যাগপত্র সভাপতির কাছে জমা দিতে হবে;

(গ) তবে নির্বাচনে দাড়ানোর হেতু পদত্যাগ করতে চাইলে তা অবশ্যই নির্বাচন সংগঠনের কমপক্ষে ত্রিশ দিনের আগে করতে হবে, অন্যথায় তাঁর পদত্যাগ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা।

অপসারণ

৪৩। কার্যনির্বাহী কমিটির বা নির্বাচন কমিশনের যে কোন দায়িত্বশীলকে দায়িত্বপালনে অপারগতা বা ৩৪।(৪) অনুযায়ী অনুপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে অপসারণ করতে পারবে কার্যনির্বাহী কমিটি। এক্ষেত্রে-

(ক) কো-মডারেটরের অনুমতিক্রমে সভাপতি অথবা সভাপতিকে অপসারণের ক্ষেত্রে সহসভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন। যেই পদে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অপসারণ করা হচ্ছে তাকে ছাড়া বাকি কার্যনির্বাহী সদস্যদের কমপক্ষে সাত দশমাংশের অপসারণের পক্ষে সম্মতি এবং প্রমাণস্বরূপ তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিলিপি মডারেটরের নিকট পেশ করা হবে। মডারেটরের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে অপসারিত হবেন এবং তখন থেকেই উক্ত পদটি শূন্য বলে বিবেচিত হবে;

(খ) কোন নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করতে হলে কো-মডারেটরের অনুমতিক্রমে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন। সকল কার্যনির্বাহী সদস্যদের উপস্থিতিতে মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে সাত একাদশাংশের অপসারণের পক্ষে সম্মতি এবং প্রমাণস্বরূপ তাঁদের স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিলিপি মডারেটরের নিকট পেশ করা হবে। মডারেটরের অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত নির্বাচন কমিশনার চূড়ান্তভাবে অপসারিত হবেন এবং তখন থেকেই উক্ত পদটি শূণ্য বলে বিবেচিত হবে;

শপথ পাঠ

৪৪। সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে এই গঠনতন্ত্রের দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ পাঠ করবেন।

ব্যাখ্যা

৪৫। বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্য কোন অর্থ প্রকাশ না করলে এই গঠনতন্ত্রে -

'অনুচ্ছেদ' অর্থ এই গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ;

'উপদেষ্টামন্ডলী' অর্থ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের সকল শিক্ষক;

'কার্যনির্বাহী কমিটি/নির্বাহী কমিটি/নির্বাহী বডি' অর্থ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটি;

'কো-মডারেটর' অর্থ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাবের উপদেষ্টামন্ডলীর সহায়তায় মডারেটর কর্তৃক নিযুক্ত একই বিভাগের শিক্ষক তথা জিইবিসির কো-মডারেটর;

'ক্লাব' অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাব' সংক্ষেপে 'জিইবিসি';

'প্রধান নির্বাচন কমিশনার' অর্থ এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের অধীনে উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

'বিভাগ' অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ;

'ভাগ' অর্থ এই সংবিধানের কোন ভাগ;

'ভলান্টিয়ার' অর্থ বিভাগের সাধারণ সদস্যবৃন্দ যারা সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয় না;

'মডারেটর' অর্থ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাবের চেয়ারম্যান তথা জিইবিসির মডারেটর;

'তফসিল' অর্থ এই সংবিধানের কোন তফসিল;

'তহবিল' অর্থ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাবের নিজস্ব তহবিল।

"দেশমাতৃকা" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ;

'দপ্তরের সম্পাদক' অর্থ সাধারণ নির্বাচনে অর্থ, প্রচার অথবা প্রকাশনা দপ্তরের পদে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থী;

'দায়িত্বশীল' অর্থ জিইবিসির কার্যনির্বাহী কমিটির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত সদস্য;

'নির্বাহী সদস্য' অর্থ জিইবিসি কার্যনির্বাহী কমিটির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত নির্দিষ্ট কোন দপ্তরবিহীন চারজন সদস্যের যেকোন একজন;

'সভাপতি' অর্থ সাধারণ নির্বাচনে সভাপতি পদে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থী;

'সাধারণ নির্বাচন' অর্থ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাবের সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণে ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া;

'সাধারণ সম্পাদক' অর্থ সাধারণ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থী।

প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য

৪৬। (১) এই গঠনতন্ত্র ‘জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনলজি ক্লাব, জিইবিসি এর গঠনতন্ত্র’ বলে উল্লেখ করা হবে এবং দুই হাজার সতেরো সালের অগাস্ট মাসের নয় তারিখ থেকে এটি কার্যকর হবে যাকে এই গঠনতন্ত্রে 'গঠনতন্ত্র-প্রবর্তন' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(২) বাংলায় এই গঠনতন্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলে ক্লাবের মডারেটর কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী স্বাক্ষরযুক্ত কোন পাঠ এই গঠনতন্ত্রের বিধানাবলির চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

প্রথম তফসিল
[৩৬ অনুচ্ছেদ]
কার্যনির্বাহী কমিটি-নির্বাচন

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার (এই তফসিলে "কমিশনার" বলে অভিহিত) কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সাধারণ ও উপনির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করবেন।
(২) এই তফসিল-অনুসারে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক ব্যাচ থেকে ও উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করা প্রার্থীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাচ থেকে সাধারণত এমন ১ জনকে নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করবেন।
(৩) কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে মনোয়নপত্র দাখিল, প্রত্যাহার এবং ভোটগ্রহণের সময় ও স্থান তথা রুম নির্ধারণ করবেন এবং মডারেটরকে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন।
(৪) মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন, এর পরে কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবেনা;
তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি একটির অধিক পদে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
(৫) কোন পদে ভোটটি বাতিল হবে, যদি
(ক) সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক, প্রকাশনা সম্পাদক পদগুলোতে যেখানে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হবেন অথচ একের অধিক প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হয়েছে; অথবা
(খ) নির্বাহী সদস্যপদে ৪ জন নির্বাচিত হবেন অথচ চারটির অধিক ভোট প্রদান করা হয়েছে।
(৬) ভোটগ্রহণ শেষ হলে নির্বাচনের ফলাফল গণনা হবে যা হবে ক্লোজড ডোর গণনা এবং তাতে উপস্থিত থাকবেন নির্বাচন কমিশন, প্রত্যেক ব্যাচ থেকে কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রতিনিধি, মডারেটর অথবা কো-মডারেটর অথবা উপদেষ্টামন্ডলীঃ এঁদের মধ্যে থেকে ন্যূনতম একজন শিক্ষক- এইসকল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

দ্বিতীয় তফসিল
[৪৪ অনুচ্ছেদ]
শপথ ও ঘোষণা

১। কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ ক্লাবের মডারেটর অথবা কো-মডারেটর কর্তৃক নিম্নলিখিত ফরমে শপথ (বা ঘোষণা) -পাঠ করবেনঃ

"আমি, ……..,সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ক্লাবের গঠনতন্ত্রের আইন অনুযায়ী ক্লাবের .....-পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করিব;

আমি জিইবিসির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;
আমি জিইবিসির গঠনতন্ত্রের রক্ষণ,সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব;
আমি জিইবিসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করিব;
এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন-অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব।"

এতদ্বারা আমাদের এই নির্বাহী পরিষদে, অদ্য চৌদ্দশত চব্বিশ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের পঁচিশ তারিখ, মোতাবেক, দুই হাজার সতেরো খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসের আট তারিখ আমরা এই গঠনতন্ত্র রচনা ও বিধিবদ্ধ করে সমবেতভাবে গ্রহণ করলাম।

.....

মুহাম্মদ সালমান

.....

জারিফ হোসেন

.....

শায়ান শাহরিয়ার

.....

মোঃ শফিকুল ইসলাম

.....

মোঃ সৈকত রহমান

.....

সানজানা সিদ্দিক

.....

শৌভিক সরকার

.....

দিগন্ত ইসলাম

.....

তাসনিমা হোসাইন সুপ্তি

.....

ফারজানা মিম

.....

সময়িতা সরকার তুলি

.....

মডারেটর
জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি ক্লাব